বহুজাতিক অংশীদারিত্বের একটি কৌশল

কলিন এল. পাওয়েল
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব

আজকের দিনে বেশির ভাগ লোকে যখন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে চিন্তা করে, তখন তারা প্রথমেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা করে। তাদের চিন্তায় স্থান পায় ইরাক ও আফগানিস্তান পুনর্গঠন, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ইউরোপ ও এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে ওঁত পেতে থাকা সন্ত্রাসের ঘাঁটি। এই ধরনের ভাবনা থাকা স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস প্রকৃত অর্থেই আঘাত হানে স্বদেশে ২০০১-এর ১১ই সেপ্টেম্বরে, এবং বোধগম্য কারণেই ক্রুদ্ধ আমেরিকান জনতা এই ঘটনার জন্য দায়ীদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে চায় -- এবং তারা এমন একটি পররাষ্ট্র নীতি গড়ে তুলতে চায় যা নিশ্চিত করবে যে এধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে।

যতোদিন প্রয়োজন 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে এক নম্বর প্রাধান্য লাভ করবে। কারণ সন্ত্রাস যার সাথে গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের সংশ্লিষ্টতার সম্ভাবনা জড়িত -- বর্তমানে আমেরিকানদের জীবনের সবচাইতে বড় হুমকি। তবে তার অর্থ এই নয় যে আমরা শুধুমাত্র সন্ত্রাস নিয়েই চিন্তা করি।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের স্বপ্ন রয়েছে একটি উন্নততর বিশ্ব গড়ে তোলার, এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার কৌশলও তার রয়েছে। ২০০২-এর সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল' (ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি)-এ প্রথম জনসমক্ষে তা তিনি তুলে ধরেন। এই কৌশল ব্যাপক এবং গভীর, সুদুরপ্রসারী এবং ভবিষ্যৎমুখী, আমরা এবং আমাদের ও অন্যদের সামনে যে সুযোগ ও বিপদ উপস্থিত তার সাথে এই কৌশল সঙ্গতিপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল একপাক্ষিক বলে ব্যাপকভাবে সমালোচিত। প্রকৃতপক্ষে এটা তা নয়। প্রায়ই এই কৌশলকে ভারসাম্যহীন এবং সামরিক পদ্ধতির পক্ষে বলে অভিযুক্ত করা হয়। এটা তা নয়। প্রায়শঃই এই কৌশলকে বর্ণনা করা হয় সন্ত্রাসের প্রতি আচ্ছন্ন এবং সেই হেতু অনুমানের ভিত্তিতে পূর্বাহ্নেই আক্রমণ করার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। এটা অবশ্যই তা নয়।

সর্বোপরি, প্রেসিডেন্টের কৌশল বহুজাতিক অংশীদারিত্বের একটি কৌশল এবং এতে ন্যাটো এবং জাতিসংঘসহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য মিত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অংশীদারিত্বের চেয়েও আরো বড় হচ্ছে নীতির প্রশ্ন। প্রেসিডেন্টের কৌশলের মূল বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা ও মর্যাদার উন্নয়নে প্রোথিত। প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, "আমেরিকাকে অবশ্যই মানব মর্যাদার দাবির পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে যে দাবীর সাথে কোনভাবেই সমঝোতা করা যায় না। আইনের শাসনের; রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সীমারেখা টানার; বাকস্বাধীনতার; ধর্ম পালনের স্বাধীনতার; ন্যায় বিচার; নারীর প্রতি শ্রদ্ধা; ধর্মীয় ও জাতিগত সহিষ্ণুতা; এবং ব্যক্তিগত সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পক্ষে। আমরা সর্বদা এই সব মূল্যবোধের পক্ষে রয়েছি।" আমরা যে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছি ও লালন করছি, তা এইসব মূল্যবোধের পক্ষে কাজ করছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মুক্ত বাণিজ্য এবং নতুন আমেরিকান উদ্যোগসমূহ প্রেসিডেন্টের কৌশলে যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে বিভিন্ন বিরাজমান আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমাধানে ভূমিকা পালন করে সহায়তা করার বিষয়টি যেমনটি চলছে ইসরায়েলী এবং ফিলিস্তিনীদের মধ্যে।

আরেকটি প্রাধান্য পাওয়া বিষয় হচ্ছে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাধর দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সফল সমাপ্তির মূলটি এখানেই নিহিত।

আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তির মধ্যে গঠনমূলক সম্পর্ক সৃষ্টিতে কোন পারস্পরিক বিরোধ দেখছি না। বিভিন্ন শক্তির সহযোগিতা পাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছি, আর তাই আমরা এই যুদ্ধের সাফল্যের লক্ষ্যেও প্রধান প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে আরো সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছি। এই দ্বিমুখী উদ্যোগের পিছনে যুক্তি হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ পুরো বিশ্ব ব্যবস্থাকেই পাল্টে দিয়েছে। তাই যে সব জাতি শান্তি, সমৃদ্ধি এবং আইনের শাসনকে মূল্য দেয় তাদের সবার স্বার্থ এখন এক জায়গায় মিলিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বুশ যেমনটা লিখেছেন, '' বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিগুলো আজ নিজেদেরকে একই পাশে দেখতে পাচ্ছে।" এই অবস্থা কেবল একটা ভালো খবরই নয়, এটা একটা বৈপ্লবিক খবর। শতাব্দীর পর শতাব্দী, বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন দেশ সাম্রাজ্যবাদী অভ্যাসের কারণে ভূমি, প্রতিপত্তি আর স্বর্ণের লোভে অযুত পরিমাণ সম্পদ ও মেধার অপচয় করেছে। একুশ শতকে এসে এই দৃষ্টিভঙ্গী অন্তঃসারশূন্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশাল এলকা ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ কিংবা বিচারবুদ্ধিহীন ক্ষমতা কখনো সমৃদ্ধি বা শান্তির নিশ্চয়তা দেয় না। মানব সম্পদে বিনিয়োগ, সামাজিক আস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য

এবং দেশের ভিতরে ও অনান্য রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করলে শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।

জাতীয় সামর্থ্যের উৎস এবং একটি জাতির নিরাপত্তা তাই কোন ভাবেই অন্য রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যে গুণগত পরিবর্তনের অঙ্গীকার আনতে তাই সারা বিশ্বের অসংখ্য ব্যক্তি আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের দুরদৃষ্টিকেই গ্রহণ করেছেন যে, রাজনীতি সব সময় হারজিতের খেলা নয়। অতীতের মতো একে অন্যের বিরুদ্ধে গিয়ে সম্পদ ও জীবনহানি না ঘটিয়ে, আজ যদি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলো আমাদের অভিন্ন সমস্যার সমাধানে একই পথে যাত্রা শুরু করতে পারি তাহলে অতীতের নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্ত নতুন ইতিহাস সুচীত হবে, যা মানবিকতায় পরিপূর্ণ।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে অবধারিত বলে গ্রহণ করা ঠিক হবে না, কেননা ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এখনো সংঘাত দেখা দিতে পারে। তাই আমাদেরকে ধৈর্যের সাথে এগুতে হবে একথা মনে রেখে যে অতীতে অনেক বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে যদিও সে সময় এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিলো যে এসব সংঘর্ষ আর কখনোই হবে না।

অবশ্যই আমরা বিশ্বে মানবিক মর্যাদা ও গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, দারিদ্র পিড়ীত মানুষকে সাহায্য করতে চাই এবং বিশ্বের অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চাই। আমরা এখন এসব লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছি। প্রেসিডেন্টের ভাষায় যদি আমাদের সময়ের এই নিবিড় শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে আমরা ধরে রাখতে পারি, এই পরিবেশকে আরো বিস্তৃত করতে পারি, তাহলেই কেবল আমরা আমাদের লক্ষ্যগুলোর বাস্তবায়নে কাজ করে যেতে সক্ষম হবো যতদিন না পর্যন্ত তা পুরোপুরি অর্জিত হয়।

একুশ শতকে আমেরিকার নীতির মূল লক্ষ্যই এগুলো। আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি কেননা আমরা একটি সুন্দর পৃথিবীর প্রত্যাশা করি। আমরা এই প্রত্যাশা অবশ্যই পুরণ করবো কেননা আমরা এটা অর্জন করতে সক্ষম এবং এটাই আমাদের নিয়তি। আর এজন্যই আমরা গণতন্ত্র, উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের প্রতি সেই সংগে বিশ্ব শান্তির একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্তগুলোর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা আমাদের স্বার্থের জন্য বড় বড় কথা নয়, এসব লক্ষ্য অর্জনই আমাদের স্বার্থ।

আর এ কারণেই সততা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের যে সুনাম রয়েছে তা টিকে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কোন কোন অঞ্চলে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু বিশ শতকে মুক্ত মানুষ যে শান্তি অর্জন

করছে তা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমেই আমরা একুশ শতকের বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের যথার্থতা প্রমাণ করবো।

শুরু থেকেই বুশ প্রশাসনের পররাষ্ট্র নীতিতে কোন ধরনের ভুল ছিলো না এমন দাবী করাটা অশোভন হবে। কিন্তু আমরা সব সময়ই আমেরিকান জনগণের সংস্কারমুক্ত স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য এবং নীতিতে কোন ধরনের ভুল ছিলো না।

আমাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়েই আমরা সন্ত্রাসী, স্বৈরশাসক এবং যারা আমাদের অকল্যাণ চায় তাদের সাথে আমাদের লড়তে হচ্ছে। যারা আমাদের অকল্যাণ চায় তাদের পরামর্শ এবং সাহচর্য আমাদের প্রয়োজন নেই। আর আমরা তাদের কোন ধরনের ছাড়ও দেব না। কিন্তু যারা স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও শান্তির পক্ষে তাদের সাথে আমাদের স্ব-স্বার্থের কারণেই এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমরা জানি কোন পক্ষে সত্যিই মানব প্রেরণা বিকশিত হচ্ছে। আমরা আমাদের কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকেই উৎসাই নেই। পরিশেষে বলতে হয় এই উৎসাহ আমাদের সত্যিই প্রয়োজন।

==========

[যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব কলিন পাওয়েল লিখিত এই নিবন্ধটি ১লা জানুয়ারি তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স এবং ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে প্রকাশিত হয়।]

জিআর/ ৫ই জানুয়ারি, ২০০৪

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: dhaka@pd.state.gov *Ges Website: http://*www.usembassy-dhaka.org*) †hvMv‡hvM Ki"b|*